গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৫৯.০০.০০০০.১০৬.০২.০০৯.২০-   তারিখ: ২৫/০৩/২০২১ খ্রি:।

নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: মো: আলী নূর
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্থান: মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
তারিখ: ১০-০৩-২০২১ খ্রি:
সময়: বেলা ১২.০০ টা

এ বিভাগের সচিব এবং সভাপতি নৈতিকতা কমিটি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ফোকাল পয়েন্ট-কে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের আহবান জানান। যুগ্মসচিব) প্রশাসন (জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর ১৩টি বিষয় Indicator সহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পদ/শাখা/দপ্তর
১	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	**১.১। নৈতিকতা কমিটির সভা:** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও ফোকাল পয়েন্ট সভাকে জানান যে, প্রতি কোয়ার্টারে ১টি করে মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠানের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত। এর মধ্যে ৩টি কোয়ার্টারে মোট ৩টি সভা করা হয়েছে। ৪র্থ কোয়ার্টারের সভাটিও নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা হবে। **১.২। নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** বিগত ২টি সভায় ১১টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ৮টি বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অপর ৩টি বিষয়ের সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে আইন বিধি প্রণয়ন, প্রকল্প পরিদর্শন স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, অফিসের কর্মপরিবেশ সুন্দর ও পরিস্কার করার সিদ্ধান্তসমূহ পরিপূর্ণ রুপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে আলাদাভাবে পত্র দেওয়া হয়েছে। তারা পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেছেন।	নির্ধারিত সময়ে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজনসহ গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসন-৩/ সিস্টেম এনালিস্ট/সকল অধিদপ্তর প্রধান
২	দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	<u>২.১। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা:</u> প্রতি কোয়ার্টারে ১টি করে মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠানের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত। এর মধ্যে ২টি কোয়ার্টারে ২টি সভা করা হয়েছে। ৩য় কোয়ার্টারের সভা মার্চ/২১ মাসের মধ্যে আয়োজন করা হবে। <u>২.২। অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:</u> বিগত ২টি সভায় এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত ৫টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল: ক) নিজ নিজ দপ্তরের যথাযথভাবে এপিএ বাস্তবায়ন ও শুদ্ধাচার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সকল সভা ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। চলতি (৩য়) কোয়ার্টারে জনপ্রতিনিধি ও সেবা গ্রহীতার সমন্বয়ে ভার্চুয়াল (জুম অ্যাপস্ এর মাধ্যমে) সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পদ/শাখা/দপ্তর
		খ) যথাসময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ তথ্য অধিকার আইনে যথানিয়মে তথ্য প্রদান করতে হবে। গ) সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নসহ ই-ফাইলিং কার্যক্রম বেগবান করতে হবে। ঘ) স্ব স্ব দপ্তরে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম ও উদ্ভাবন চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা করতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং কিছু কিছু সিদ্ধান্ত অংশিক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অচিরেই তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে বলে সভাকে অবহিত করা হয়। ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন; ২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন অংশীজনদের নিয়ে সভাসহ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, গত অর্থ-বছরে অংশীজনদের সভা যেভাবে করা হয়েছিল তাতে তৃণমুল পর্যায়ের সুবিধাভোগীদের মতামত উঠে আসেনি বিধায় কোন নম্বর পাওয়া যায়নি। এছাড়াও তৃণমুল পর্যায় থেকে সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের বাহিরে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অংশীজনদের নিয়ে সভা করার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা হয়। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি বিধিমালাসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।		
৩	শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় আইন/বিধি/ নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন/সংস্কার/ হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ৩টি আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত আইনসমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি জানানোর জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব (চি: শি:)কে আহবান জানান। সে প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, <u>৩.১ বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন আইন:</u> আইনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাবাকোতে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কিছু অবর্জাভেশনের প্রেক্ষিতে সংশোধনপূর্বক পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতির জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সচিব মহোদয় জানান যে, আগামী মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন আইন চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আইনসমূহ চূড়ান্তকরণের জন্য দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ

	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পদ/শাখা/দপ্তর
		প্রেরণ করা হবে। ৩.২ বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা আইন: আগামী মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন আইন চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে মর্মে অতিরিক্ত সচিব (চি: শি:) সভাকে অবহিত করেন। ৩.৩ বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড: আইন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি সভাপতিকে জানান যে ,আইনটির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সকল প্রকার স্বাস্থ্য বিষয়ক কোর্স পরিচালনা বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।		
৪	ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	আলোচ্য বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ৫টি ইনডিকেটর নির্ধারন করা হয়েছে। যা নিম্নরুপ: ৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ; ৪.২ স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ; ৪.৩ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ; ৪.৪ স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ; ৪.৫ স্ব-স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ বিষয়ে আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভাপতির দৃষ্টি আর্কষণ পূর্বক জানান যে, ওয়েবসাইট সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। অধিদপ্তরসমূহের ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	যথাসময়ে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ স্ব-প্রনোদিত তথ্যও ওয়েবসাইডে হালনাগাদ করতে হবে। অধিদপ্তরসমূহের ওয়েবসাইড হালনাগাদের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/ কম্পিউটার সেল/সকল অধিদপ্তরসমূহ
৫	সুশাসন প্রতিষ্ঠা	সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২টি ইনডিকেটর নির্ধারন করা হয়েছে। যা নিম্নরুপ: ৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; ৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; সভাপতি বলেন যে, এ বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহে সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। সভাপতি উত্তম চর্চার বিষয়ে সভার মতামত আহ্বান করেন। আলোচনায় অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) বলেন যে, প্রতি মাসে অন্তত দুই দিন নিজ নিজ অফিস কক্ষ/টেবিল চেয়ার নিজ নিজ দায়িত্বে পরিস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণসহ টয়লেটের দরজায় 'ব্যবহারের পূর্বে যেমনটি আশা করুন তেমনটি রাখুন' শিরোনামে	যত দ্রুত সম্ভব উত্তম চর্চার তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ সকল অধিদপ্তর

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পদ/শাখা/দপ্তর
		স্টীকার লাগানো যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং) সভাকে জানান যে, কর্মকর্তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বাড়ানো, কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অসুস্থ হলে খোঁজ খবর নেয়া এবং জন্ম দিনে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো ইত্যাদি বিষয়গুলো উত্তম চর্চা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তম চর্চার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। শীঘ্রই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।		
৬	প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার	প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ৩টি ইনডিকেটর নির্ধারন করা হয়েছে। যা নিম্নরুপ: ৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন; ৬.২ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ; ৬.৩. প্রকল্প পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ; প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা যথাসময়ে প্রণয়ন, প্রকল্প পরিদর্শন/মনিটরিং পরিদর্শন এবং সুপারিশ যথাসময়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন।	সকল প্রকল্প পরিচালক/দপ্তর প্রধানগণ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা, পরিদর্শন এবং সুপারিশ যথাসময়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ সকল মহাপরিচালক
৭	ক্রয় ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার	প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২টি ইনডিকেটর নির্ধারন করা হয়েছে। যা নিম্নরুপ: ৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ; ৭.২: ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন; পিপিএ ও পিপিআর অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা যথাসময়ে প্রণয়নপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও ইজিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করার জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২) কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন ইজিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি মাসেই ইজিপি কার্যক্রম শুরু করা হবে। গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিভাগের ক্রয় কার্যক্রম ইজিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে প্রশাসন-২ শাখা কর্তৃক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান।	যত দ্রুত সম্ভব ইজিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রশাসন/ উন্নয়ন অনুবিভাগ
৮	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ	প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ৫টি ইনডিকেটর নির্ধারন করা হয়েছে। যা নিম্নরুপ: ৮.১ স্ব-স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; ৮.২ শাখা/ অধিশাখা ও আওতাধীন/ অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন; ৮.৩ শাখা/ অধিশাখা ও আওতাধীন/ অধস্তন কার্যালয়	আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।	উপসচিব (জনসংখ্যা-১)/প্রশাসন-১/সকল অনুবিভাগ/ অধিদপ্তর

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পদ/শাখা/দপ্তর
	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন; ৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ; ৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ; সভাপতি এ বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহবান জানান। এছাড়াও সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন কমিটি পুন:গঠন করে অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পক ও আইন) কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দ্রুত সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও এ বিভাগের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামত নিয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) আলোচনা করেন এবং পরিদর্শন ও মনিটরিং বাড়ানোর জন্য সভার প্রতি আহ্বান জানান। শাখা পরিদর্শন ও নথি শ্রেণিবিন্যাস খুবই কম করা হচ্ছে মর্মে সভাকে জানান। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) বলেন, সহকারী সচিব থেকে উপসচিব পর্যন্ত পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে শাখা পরিদর্শন ও নথির শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে এ বিভাগের সিটিজেন চার্টার প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও নথির শ্রেণি বিন্যাস ও শাখা পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	এছাড়াও সহকারী সচিব থেকে উপসচিব পর্যন্ত কর্মকর্তাগণকে শাখা পরিদর্শন ও নথির শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের তথ্য হালনাগাদ করতে হবে।	
৯ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম	প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ৫টি ইনডিকেটর নির্ধারন করা হয়েছে। যা নিম্নরুপ: ৯.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে সততা ও নৈতিকতা বিষয়ে এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের Motivational Workshop/সেমিনার এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ৯.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ পুরস্কার/ প্রনোদনা/ তিরস্কারের ব্যবস্থা করা।; ৯.৩ আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের কার্যক্রম আকস্মিক পরিদর্শন করা; ৯.৪ এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির মনিটরিং এর জন্য ওয়েবসাইটে একটি অভিযোগ বক্স খোলা; ৯.৫ মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহে মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রম জোরদার করা; এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, আলোচ্য বিষয়ে ৫টি Indicator নির্ধারণ করা হয়েছে, এ বিষয়গুলি সম্পর্কে অধিদপ্তরসমূহে সরেজমিনে পরিদর্শন করা প্রয়োজন।	উত্তম কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও আকস্মিক পরিদর্শন, মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ সকল অধিদপ্তর

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পদ/শাখা/দপ্তর
১৩	কর্মপরিবেশ উন্নয়ন	এ প্রসংগে সভাপতি বলেন যে, প্রতিটি অফিসের কর্মপরিবেশ সুন্দর হওয়া জরুরি। এতে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। এ বিভাগের করিডোরে রক্ষিত মালামালগুলি অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসংগে অতিরিক্ত মহাপরিচালক স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বলেন যে, সকল মেডিকেল কলেজের মেশিনারিজের সঠিক ব্যবহার ও মেইনটেনেন্স এর ব্যবস্থা করা এবং অকেজোগুলোর অপসারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	অফিসের কর্মপরিবেশ সুন্দর ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রশাসন-১/ সকল অধিদপ্তর প্রধান

০২। অত:পর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/৩/২১

(মো: আলী নূর)
সচিব
ও
সভাপতি
নৈতিকতা কমিটি
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্মারক নম্বর:- ৫৯.০০.০০০০.১০৬.০৩.২০১৭ (অংশ-২)-৬৬/২(৮)

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪২৭ বাং
২৮ মার্চ ২০২১ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

০১. উপসচিব (বাজেট) অধিশাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা
০২. উপসচিব (প্রশাসন-১), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা
০৩. উপসচিব (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা
০৪. উপসচিব (প্রশাসন-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা
০৫. উপসচিব (নীতি ও কার্যক্রম), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা
০৬. সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৩), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা
০৭. সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা
০৮. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা

২৮/০৩/২০২১

(কাজী লুতফুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৬০৪৮
healthad3@gmail.com